২৩ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ ৫ প্রকল্পের উদ্বোধন

দেশের ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ পাঁচটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে-রাজশাহীতে নির্মিত ‘শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার’, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, শতভাগ বিদ্যুতায়িত ৭টি জেলা, ১টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং ১৮টি জেলার ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদ্বোধনের পর সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে নির্মিত ‘শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার’, এর ওপর একটি ভিডিওচিত্র পরিবেশন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এ এন এম জিয়াউল আলম।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন – ১০ হাজার টাকার নিচে ভিভো স্মার্টফোন ওয়াই৯১সি-২০২০

প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি

করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ

হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

করোনাভাইরাস: দেশে বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্যে গরমিল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) করোনাভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে নতুন কন্ট্রোল রুম খুলেছে গত ২১ জানুয়ারি। এই কন্ট্রোল রুম থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পুরোনো হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দূরত্ব ২০০ গজের কম। কিন্তু বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে দুই কন্ট্রোল রুম দুই রকম তথ্য দিচ্ছে।

এদিকে সিঙ্গাপুরে একজন বাংলাদেশি নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে সেখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে। তাঁকে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজ বা এনসিআইডিতে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে চীনে। গত শনিবার এই ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছেন ৮৯ জন। মৃত্যুর সংখ্যার

স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত ল্যাবরেটরিতে নমুনা পাঠানো হবে। তিনি বলেন, ‘ব্যক্তির নাম, পরিচয় প্রকাশ পেলে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।’

এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চীনফেরত শিক্ষার্থীর শরীরে প্রাথমিকভাবে করোনাভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ পায়নি চিকিৎসা বোর্ড। গতকাল ১২ সদস্যবিশিষ্ট গঠিত চিকিৎসা বোর্ডের প্রধান ও মেডিসিন বিভাগের প্রধান দেবেন্দ্র নাথ সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে চীনফেরত ওই শিক্ষার্থীকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত শনিবার দুপুরে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পরপরই তাঁকে মেডিকেলের করোনা ইউনিটের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, রংপুর মেডিকেলে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ওই শিক্ষার্থীর রক্ত, মুখের লালা, ঘামের নমুনা ঢাকায় আইইডিসিআরেগত শনিবারই পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

সিঙ্গাপুরে একজন বাংলাদেশি আক্রান্ত
সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। তাঁদের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস গতকাল এ খবর জানিয়েছে। এ নিয়ে সিঙ্গাপুরে মোট ৪৩ জন আক্রান্ত হলেন।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কারণে ৩৯ বছর বয়সী ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব। এ মুহূর্তে ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইডিতে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর

করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমস–এর খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইডিতে পাঠানো হয়।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-করোনাভাইরাসে একদিনে মারা গেলেন ৯৭ জন

ফাঁকা বাসায় ঢুকে ২ বান্ধবীকে দলবেঁধে নিপীড়ন

রাজধানীর কদমতলীতে নোয়াখালীপট্টি এলাকায় বাসায় ঢুকে দুই কিশোরীকে দলবেঁধে গণনিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার রাত ১০টা থেকে রোববার ভোর ৫টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রোববার রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কদমতলী থানা পুলিশ।

ধর্ষণের শিকার দুই কিশোরীর বয়স ১৬ ও ১৪ বছর। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার তিনজন হচ্ছে- রানা ব্যাপারী (৩২), সোহেল ব্যাপারী (৩৮) ও আক্তার আলী (৩৮)।

অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে কদমতলী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জামালউদ্দিন নীর যুগান্তরকে বলেন, ধর্ষণের শিকার দুই কিশোরী বান্ধবী। তারা ওই বাসায় সেদিন একা ছিলেন।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল হক বলেন, ১৬ বছর বয়সী কিশোরীর মা–বাবা তাকে বাসায় রেখে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। ওই

দিনই ওই কিশোরীর বাসায় বেড়াতে আসে তার বান্ধবী ১৪ বছর বয়সী অপর কিশোরী। বাসা ফাঁকা পেয়ে শনিবার রাতে রানা, সোহেল ও আক্তার বাসায় ঢুকে। পরে দুই কিশোরীকে জোরপূর্বক হাত-পা-মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে।

দুই কিশোরী পর দিন সকালে কদমতলী থানায় মামলা করে। পুলিশ রাতে অভিযান চালিয়ে কদমতলী এলাকা থেকে তিন আসামিকে গ্রেফতার করে।

আসামিদের আজ আদালতে হাজির করা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-চালু হচ্ছে ডাক্তারপাড়া ডট কম নামের ই-সেবা পোর্টাল

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। করোনাভাইরাস–আক্রান্ত তিনজনের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই।

সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস আজ রোববার এ খবর জানিয়েছে।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। নিরাপত্তার খাতিরে ৩৯ বছরের ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ মুহূর্তে ভাইরাস–আক্রান্ত ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইসিডিতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সবশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে তাঁর আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইসিডিতে পাঠানো হয়।

সূত্র: প্রথমআলো

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! উনিশের যুবাদের হাত ধরে বিশ্বজয় করল বাংলাদেশ। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে বৃষ্টি আইনে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল আকবর আলী-পারভেজ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা, তানজীব হাসানরা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট দুনিয়াকে বার্তা দিয়ে রাখল—আমরা উঠে আসছি।

কী অসাধারণ ধৈর্যের না পরিচয় দিয়েছেন আকবর আলী। ক্যাপ্টেনস নক যাকে বলে সেটিই। রীতিমতো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আকবর খেলে গেছেন। ৭৭ বলে ৪৩ রান করে তিনি আজ জাতীয় বীর। শেষের দিকে রকিবুলও কম যাননি। ভারতীয় বোলারদের বোলিং-তোপগুলো সামলে তিনি অধিনায়ককে সঙ্গ দিয়ে গেছেন অসাধারণ কৃতিত্বে। দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েই মাঠ ছেড়েছেন এ দুজন।

যশস্বী জয়সোয়ালের বলে সপ্তম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর (পারভেজ

হোসেন) মনে হচ্ছিল জয়টা দূর দিগন্তেই থেকে যাবে। তখনো জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। কিন্তু এ সময় আকবর নতুন কৌশল হাতে নেন। উইকেটে টিকে থাকতে হবে। হাতে বল অনেক। উইকেটগুলোই কেবল আগলে রাখতে হবে। আকবরের নতুন কৌশলে নিজেকে মিলিয়ে দেন রকিবুল। ভারতের প্রতিটি বল দেখে শুনে খেলেছেন তাঁরা। একপর্যায়ে টানা ২৫ বলে রানশূন্য ছিল বাংলাদেশ। ধীরে ধীরে নিজেদের খোলস থেকে বের করেন এই দুই ব্যাটসম্যান। ওই মুহূর্তে অবশ্য বৃষ্টি আইন এগিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশকে। পচেফস্ট্রুমের বাংলাদেশি সমর্থকদের তখন কায়মন প্রার্থনা বৃষ্টির। তবে আকবর আর রকিবুল যেভাবে উইকেটে নিজেদের বেঁধে ফেলেছিলেন, তাতে দুর্ভাবনা খুব একটা ছিল না। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন প্রয়োজনীয় রানটা খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারবেন তাঁরা। কেবল টিকিয়ে রাখতে হবে উইকেট।

বৃষ্টি একপর্যায়ে এল। সে সময় বৃষ্টি আইনে ১৬ রান এগিয়ে বাংলাদেশ। খেলা আর শুরু না হলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন—এমন একটা সমীকরণ মাথায় নিয়েই ড্রেসিং রুমে ফিরল বাংলাদেশ। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেল দ্রুতই। এবার নতুন লক্ষ্য ৩০ বলে ৭। বৃষ্টি শেষে মাঠে নেমে আকবর আর রকিবুল তেমন সময়ই নিলেন না। বাংলাদেশকে পৌঁছে দিলেন বিশ্বজয়ের মঞ্চে।

বোলারদের দারুণ নৈপুণ্যে লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু ১৭৮ রানের লক্ষ্যটাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য। কারণ রবি বিষনয় নামের এক লেগ স্পিনার। দারুণ ওপেনিং জুটির পর এই লেগ স্পিনারের ঘূর্ণিতেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। একে একে ফিরে গেলেন সেমিফাইনালের সেঞ্চুরিয়ান তানজীদ হাসান, মাহমুদুল হাসান, তৌহিদ হৃদয় আর শাহদাত হোসেন—এবারের যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের টপ অর্ডারের এ ব্যাটসম্যানদের প্রায় সবাই ছিলেন দারুণ ফর্মে। মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছিল সেট হয়ে যাওয়া ওপেনার পারভেজের চোট। পায়ের চোটে ভালো খেলতে খেলতেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। মূলত শ্রুশুষার কারণে যে সময়টুকু পারভেজ মাঠে ছিলেন না, সে সময়টুকুতেই চাপ ভয়বাহভাবে চেপে বসে বাংলাদেশের ওপর।

পারভেজ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে নামলেন। দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বারপ্রান্তে। চোট নিয়ে তিনি কীভাবে বসে থাকেন। তিনি মাঠে নামলেন। একাই লড়তে থাকা আকবর তখন সঙ্গী পেয়ে গেছেন। পারভেজ নিজের ইনিংসের দ্বিতীয় অংশটা খুব খারাপ করলেন না। দলের ওপর চেপে বসা ভয়াবহ চাপ তিনি সামলে উঠতে অধিনায়ককে দিলেন যোগ্য সঙ্গ। আকবর যদি বীর হন, তাহলে পারভেজও আজ কম যাননি। ২৩৫

মিনিট ব্যাটিং করে ৭৯ বলে তিনি করেছেন ৪৭। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি বাউন্ডারির মার।

২০১৬ সালে ঘরের মাঠে যুব বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের হট ফেবারিট হয়েও সেবার দূর থেকেই দেখতে হয়েছিল অন্যদের জয়োৎসব। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠতেই স্বপ্নটা আবার ডানা মেলতে শুরু করে। শেষ চারের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেই লক্ষ্য ছিল একটাই—শিরোপা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন এক প্রজন্ম লক্ষ্যটাকে নিজেদের করে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটা জানিয়ে দিল দারুণভাবেই।

সূত্র: প্রথমআলো

এসএসসি পরীক্ষার হলে হয়রানি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীর স্ট্যাটাস ভাইরাল

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় এসএসসি পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের বৈরী আচরণের শিকার হয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে এক ছাত্রী।

ওই পরীক্ষার্থীর নাম পূর্ণতা পাল তিসি। সে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া বাজারের ব্যবসায়ী হারান পালের মেয়ে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে পোস্টটি দেয়ার পর মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।

বিষয়টি ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ভিকটিমের পরিবার।

তিসির ফেসবুক পোস্টটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘শিক্ষিত মানুষদের শিকার হয়ে বসবাস করা:

৭ম শ্রেণিতে আমার নাম স্কুলে সবার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ঘোষণা করা হয় বার্ষিক পরীক্ষায়, কিন্তু পরের দিন এই প্রথম থেকে আমি বঞ্চিত। সেই স্থান দখল করল একজন অন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মেয়ে, যে ২য় হয়েছিল।

পরে জিজ্ঞাসা করলে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। কারণ আমার বাবা এত শিক্ষিত ছিল না। কিন্তু ওই দিন আমিই না করেছিলাম বাবাকে কিছু বলতে। মেনে নেই সব।

৮ম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষায় আমার আশেপাশে ৩/৪ জনই ছিল শিক্ষকের মেয়ে (আমি সবার মাঝেই ২য় ছিলাম).. তাই ওইভাবেই সিটটাও পরে। সামনে ছিল শিক্ষকের মেয়ে পেছনে ছিল প্রিন্সিপালের মেয়ে, পাশেও ছিল শিক্ষকের মেয়ে।

দেখাদেখির অভ্যাসটা ছিল না। খুব সমস্যায় না পরলে দেখাতামও না। পাশের কয়েক জন দেখাদেখি করার পরও স্যাররা কিছু বলেনি, কারণ তাদের বেশিরভাগই শিক্ষকের সন্তান।

আমার পেছনে যে প্রিন্সিপালের মেয়ে ছিল সে আমাকে ডাক দেয়। তখন পরীক্ষা শেষ হতে আর ১৫ মিনিট। আমি পেছনে তাকাতেই আমার খাতাটা চলে গেল স্যারের কাছে, লেখা বাকি ছিল, তাই কান্না করছিলাম তারপরও দেয়নি।

কিন্তু যে ডাক দিল তার খাতাটা কিন্তু নিলো না। পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে গেলাম। আমার কান্না আমার বাবা সহ্য করতে না পেরে প্রধান শিক্ষককে সব বলে। তারপর এইটা নিয়ে দরবার হয়। কতো কি! সব শেষে আমার বাবাকেই এইসবের কারণে ক্ষমা চাইতে হয়। কারণ কোনো শিক্ষকই চায় না কোনো শিক্ষকের নামের ওপর কলঙ্ক লাগুক।

পরের দিন গার্হস্থ্য পরীক্ষায় এক স্যার এসে আমাকে যা তা বলে যায়, আমাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, আমি কিভাবে পাস করি দেখে নেবে, সবার সামনে পরীক্ষার সময় দাঁড় করিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলে গেল। (যেই স্যার আমার খাতা নিছিল আগের দিন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক) আমি ওই মন নিয়েই পরের আর একটা পরীক্ষা দিয়ে জেএসসি পরীক্ষা শেষ করলাম।

এখনও মনে আছে ২ দিনই পরীক্ষা ভালো হবার পরও কান্না করে করে বাসায় আসি। তারপর আমার রেজাল্ট আসল ধোবাউড়া বিন্দুবাসিনী বালিকা

উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫ জনের এ+, আর বৃত্তি আসল ২ জনের। তার মাঝে আমি একজন। তারপর চলে গেলাম ময়মনসিংহ।

১ বছর থাকলামও ময়মনসিংহ। কিন্তু বাবার ইচ্ছা ছিল, ধোবাউড়া থেকেই এসএসসি দিয়ে যেন যাই। ওই ইচ্ছার জন্য থেকে গেলাম ধোবাউড়াতেই।

আমি এইবার (২০২০ সালে) এসএসসি দিচ্ছি। আমি কখনও কল্পনাও করিনি ওইরকম ঘটনা আবার ঘটতে পারে। আমার সিট যেখানে পরার কথা ছিল ওইখানে পরেনি। মাঝে একজনকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমার সামনের জনের রোল নাম্বার শেষে ৮২, আর আমার ৮৩, আর আমার পেছনের মেয়ের রোল ৬৯। কিন্তু সম্পূর্ণ হলের সিট ঠিক। আমি কয়েকজন স্যার ম্যাডামদের বললাম যে আমার সিট তো ওর সামনে থাকবে এমনভাবে কেন? স্যাররা বলল এইসব সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সব মেনেও নিতে হলো।

প্রথম পরীক্ষা দেই ভালোভাবেই। ওইদিন যেখানে সিট পরে পরের দিন গিয়ে দেখি আমার সিট ওইখানে নেই। একটু পিছিয়ে গেছে। আর ২য় পরীক্ষার দিনই হলের কেন্দ্রসচিব পরীক্ষার সময় আমাকে দেখিয়ে ওই স্যারকে (যে স্যার আমার গার্হস্থ্য পরীক্ষায় সবার সামনে অপমান করে) বলেন এইটাই হারানের মেয়ে। আমি কিছুই বুঝলাম না কেন এইভাবে বললেন।

বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৩য় পরীক্ষায় হলে গিয়ে দেখি আমার সিট আরেক বেঞ্চ পেছনে। আমি আমার সিটেই গিয়ে বসলাম। বুঝলাম আমার পেছনের সিটটা সামনে চলে গেছে, আর আমি আমার ওই বন্ধুর সামনেই চলে গেলাম। এতে আমি কিছুই বলিনি, বরং একটু খুশিই ছিলাম।

কারণ সে আমার বিদ্যালয়েরই ছিল। তারপর সাইন এর সময় আমার সিট উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে এইটা স্যার বুঝেও কিছু বলেনি। কিন্তু অবাক হলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ৩/৪ জন স্যার চলে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কে এই সিট চেঞ্জ করেছে। কার এতো বড় সাহস।

একজন স্যার তো সরাসরি আমাকে বলল এই মেয়ে বলো কে এই সিট চেঞ্জ করেছে। আমি বললাম, আমি তো জানি না স্যার। আমি একদিন এক এক জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছি, ১ম দিন এক জায়গায় আরেকদিন আরেক জায়গায় আজকে আবার চেঞ্জ।

স্যাররা আর কিছু না বলে বেঞ্চ আগের জায়গায় রেখে দিল। তারপর একটু

পর পর যেই স্যারই আসে তাদেরকেই এই বেঞ্চ পাল্টানোর কাহিনি বলে। এমনকি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকেও বাদ দিলো না।

আর ওই স্যারটাও (যে আমাকে জেএসসিতে সবার সামনে অপমান করেছিল) আসে। এসে বলে ওদের কেন পরীক্ষা দিতে দিচ্ছেন? তখনই কেন বের করে দিলেন না? কথাগুলো হজম করে কিভাবে পরীক্ষা দিলাম আমি আর আমার সৃষ্টিকর্তাই জানেন। আমার না এখন একটাই কথা জানা ইচ্ছা!

কোনো স্যার বলতে পারবে আমি তাদের মুখের উপর কিছু বলছি বা তাদের কথা শুনিনি। আর পরীক্ষার ৩০ মিনিট আগে হলের দরজাই খোলা হয় আর আমরা সাধারণত মানুষ কিভাবে এই বড় কাজটা করব? আমার দোষটা কি ছিল? ও বুঝতে পেরেছি ওই যে জেএসসিতে তে আমার

বাবা ওই কারণটার জন্য রাগারাগি করেছিল বলে? দরবার হয়েছিল বলে? আমার বাবাই তো অপমানিত হয়ে এসেছিল ওইদিন। তারপরও কি আমার উপর থেকে আপনাদের রাগ কমেনি?

আমার না কতো আশা ছিল কতো কি করব। কিন্তু আমি এইটাও জানি এই এসএসসি রেজাল্টটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই কথা কেউ শুনবে না জানি। কিন্তু যখন বড় হয়ে কিছু করব, তখন সবাই বলবে এই আমাদের এলাকার ছিল। এই তো আমার ছাত্রী ছিল।

সাংবাদিকরা তাদের পত্রিকায় আমার ছবি দিয়ে বলবে এই মেয়ে আমাদের ধোবাউড়ার গর্ব। কিন্তু যার শুরুটাই আপনারা এইভাবে শেষ করে দিচ্ছেন, তার থেকে কিছু আশা করাটাও একটা কৌতুকের মতো শুনায় না? এখন আসি আরেকটা কথায়। ওই স্যার, (যে স্যার আমাকে জেএসসিতে বলেছিল)

এটা কথা নয়, কথা হলো আজকে ওই স্যারের এক ছাত্রের থেকে ম্যাডাম স্মার্ট ফোন পায়! ওইটা কি কোনো অপরাধ ছিল না? আর ওইটা তো আর ইউএনও স্যারকেও বলা হয়নি। কিন্তু কেন? আর গত বাংলা ২য় পরীক্ষায় এক বন্ধুর অবজেক্টিভ এর উত্তরপত্র সময় শেষ হওয়ার পরে নিয়ে যায়। কারণ সামনে আরও অনেক স্যাররাই ছিল। তাই তাকে বাড়তি সময় দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না বলে খাতা নিয়ে যায়।

আর ম্যাডাম তার পরিচিত বলে ৭টা অবজেক্টিভের উত্তর তার থেকে জেনে তার উত্তরপত্রে দাগিয়ে দেয়।ধোবাউড়ার সবার কাছে আমার প্রশ্ন এইসব কি অপরাধ ছিল না? আমি কিছু না করেও আমাকে এতো কথা হজম করে নিতে হলো, কেন?

প্রত্যেকটা দিনই কি এইভাবে আমাকে অপমান সহ্য করে নিতে হবে? এইভাবে চললে ভালো রেজাল্ট কেন? আমি তো পাসই করতে পারব না। আমি অপমানিত হচ্ছি মানলাম, এইবারও কোনো বিষয় নিয়ে আমার বাবা যদি অপমানিত হয় আমি এই পোস্ট এ লিখে রাখছি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে এই ধোবাউড়ার শিক্ষিত মানুষগুলো।’

এ ব্যাপারে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী আহাম্মদ মোল্লা জানান, বিষয়টি খোঁজ নেয়া হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-ঝিনাইদহে আলমসাধুর ধাক্কায় শিশু নিহত

নারী পুলিশের আত্মহত্যা

ময়মনসিংহে সুইটি আক্তার (২২) নামের এক নারী পুলিশ কনস্টেবলের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি দেড় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ নগরের পুলিশ লাইনস এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানা সূত্র জানায়, সুইটি আক্তার ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার টেংড়াপাড়া গ্রামে। কয়েক মাস আগে পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ হাফিজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক কলহের কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে ধারণা করছে পুলিশ।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল ইসলাম জানান, বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় সুইটির মরদেহ দেখতে পান তাঁর স্বামী পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ হাফিজ। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুইটির স্বামীকে আটক করা হয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

আঁটসাঁট বোলিংয়ে লক্ষ্য খুব একটা বড় হতে দেননি বোলাররা। উইকেটে বোলারদের জন্য বেশ সহায়তা থাকায় কাজটা এরপরও সহজ ছিল না। অসাধারণ এক ইনিংসে সেটা সহজেই সারলেন মাহমুদুল হাসান। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

পচেফস্ট্রুমে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৬ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ। ২১২ রানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে ৩৫ বল বাকি থাকতে।

টানা নবম জয় পেল বাংলাদেশ। যুব ওয়ানডেতে এটাই তাদের সেরা ধারাবাহিক ফল। ২০০৫ সালে টানা আট ম্যাচ জিতেছিল তারা।
এর আগে একবারই সেমি-ফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ আসরে দেশের মাটিতে হয়েছিল তৃতীয়। আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউ জিল্যান্ড।

১০০ রানের দারুণ পরিণত এক ইনিংসে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন মাহমুদুল। যুব ওয়ানডেতে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের ১২৭ বলের ইনিংস সাজানো ১৩টি চারে।

নিউ জিল্যান্ডকে ২১১ রানে থামানোয় দারুণ অবদান শরিফুল ইসলামের। ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন বাঁহাতি এই পেসার। দুটি করে উইকেট নেন শামীম হোসেন ও হাসান মুরাদ।

সেনওয়েস পার্কে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি নিউ জিল্যান্ডের। অফ স্পিনার শামীমের অফ স্টাম্পের বাইরের বল ড্রাইভ করার চেষ্টায় সিøপে তানজিদ হাসানের হাতে ধরা পড়েন রিস মারিউ।

করে বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সঙ্গে জুটির রানও নিয়ে যান একশতে। পরের বলে ট্যাশকফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন মাহমুদুল। ভাঙে ১০১ রানের জুটি। ততক্ষণে জয়ের দুয়ারে চলে গেছে বাংলাদেশ।

বেশি সময় নেননি শাহাদাত ও আকবর আলী। চারটি চারে ৫১ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন শাহাদাত। চার মেরে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে যান অধিনায়ক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউ জিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২১১/৮ (মারিউ ১, হোয়াইট ১৮, লেলম্যান ২৪, লিডস্টোন ৪৪, ট্যাশকফ ১০, হুইলার-গ্রিনল ৭৫*, সানডে ১, ক্লার্ক ৭, ফিল্ড ১২, অশোক ৫*; শরিফুল ১০-২-৪৫-৩, শামীম ৬-১-৩১-২, রকিবুল ১০-৩-৩৫-১, তানজিম ১০-১-৪৪-০, মুরাদ ১০-১-৩৪-২, হৃদয় ৪-০-১৮-০)
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৪.১ ওভারে ২১৫/৪ (পারভেজ ১৪, তানজিদ ৩, মাহমুদুল ১০০, হৃদয় ৪০, শাহাদাত ৪০*, শামীম ৫*; ফিল্ড ৬-০-২৮-০, ক্লার্ক ৯-০-৩৭-১, হ্যানকক ৭-০-৩১-১, অশোক ১০-০-৪৪-১, ট্যাশকফ ১০-৫৭-১-০, হুইলার-গ্রিনল ২.১-০-১৩-০)
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দা ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান

ঢাকায় ১৩ রোহিঙ্গা নারী আটক

কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন ক্যাম্পের ১৩ রোহিঙ্গা নারী ঢাকার বাড্ডা থানা পুলিশের হাতে আটক হয়েছে। আটককৃত রোহিঙ্গা নারীদের বুধবার সকালে উখিয়া থানা পুলিশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে বলে বাড্ডা থানা পুলিশের এসআই মো. ফেরদৌস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাড্ডা থানা ও উখিয়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নারী ও শিশু পাচার সিন্ডিকেটের সদস্যরা অল্প খরচে বিদেশ পাঠানো, উন্নত জীবন যাপন, বিয়ে ও বেশি টাকা আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনাসহ বিভিন্ন পতিতালয়ে সরবরাহ করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ

টাকা। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ জানুয়ারী ঢাকা বাড্ডা থানা এলাকায় র্যাব ৩, অভিযান চালিয়ে উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পের ১৩ রোহিঙ্গা নারীকে আটক করে বাড্ডা থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

সূত্র মতে, আরো জানা গেছে, ২৭ জানুয়ারী বাড্ডা থানা পুলিশ বাদী হয়ে আটককৃতদের তথ্যমতে কথিত পাচারকারী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আটককৃতদের ঢাকা মহানগর আদালতে হাজির করলে আদালত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আটককৃতরা হলেন- কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি ব্লকের বাসিন্দা মোঃ রশিদের মেয়ে ছমিরা (১৯), শফিউল্লাহ কাটা ক্যাম্পের জি ব্লকের বাসিন্দা আবুল বশরের মেয়ে কানিজ ফাতেমা (১৬), কুতুপালং ক্যাম্পের মকসুদ আহম্মদের দুই মেয়ে জমিলা (১৭),ও তছলিমা (১৮), কুতুপালং ক্যাম্প ১৩ এর বাসিন্দা মৃত মোঃ হাসানের মেয়ে নুর বেগম (১৭), কুতুপালং ক্যাম্প ১১ এর বাসিন্দা মৃত কালা মিয়ার মেয়ে নুর হাকিম (১৮), উখিয়ার রত্নাপালং ইউনিয়নের কাটির মাথা নামক গ্রামের সাবের হোসনের মেয়ে সাহিদা (১৭), বালুখালী ক্যাম্পের বাসিন্দা আব্দুল গণির মেয়ে হারেছা বেগম (১৬), কুতুপালং ক্যাম্প ৭ এর বাসিন্দা মোঃ আমান উল্লাহর ছেলে সানজিদা (১৯), কুতুপালং ক্যাম্পের রশিদ আহম্মদের মেয়ে আছমা (২২), থাইংখালী তাজনিমারখোলা ক্যাম্পের বাসিন্দা মৃত জাকির আহম্মদের মেয়ে আয়েশা (১৮), টেকনাফ পুরান বাজার এলাকার অছিউর রহমানের ছেলে কবির আহম্মদ (৪০),হ্নীলা নয়াপাড়া ক্যাম্পের নুরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমরান (২৮)।

উখিয়া থানার ওসি আবুল মনসুর রোহিঙ্গা আটক ও ক্যাম্পে হস্তান্তরের সত্যতা স্বীকার করেন।

আরো পড়ুন-দেশের মর্যাদা বাড়াবে ই-পাসপোর্ট